দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 21 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক জটিলতা

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের সামর্থ্যবান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়। উল্লেখ ছিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক শাখাসহ সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় এমএ পাস প্রভাষক নিয়োগ পাওয়ায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরের ফলে সরকার এক সার্কুলারের মাধ্যমে ওইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমএ পাস প্রিন্সিপাল নিয়োগ এবং ম্যানেজিং কমিটির স্থলে গভর্নিং বডি গঠনের আদেশ দিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরিরত প্রধান শিক্ষকের পদবী কী হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলো না। ফলে বর্তমানে দেশের প্রায় ৯০% উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানান প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। এহেন প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনকল্পে একটি সুপারিশ পেশ করছি। মাধ্যমিক শাখা পরিচালনার জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি থাকবেন এবং উচ্চ মাধ্যমিক শাখা পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডি গঠন ও একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হবে অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা সংযোজিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্বে নিয়োজিত প্রধান শিক্ষক অবসর গ্রহণ/ মৃত্যুবরণ/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনিই প্রশাসনিক প্রধান থাকবেন এবং ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। তবে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুস সাত্তার,
সিনিয়র শিক্ষক,
এইচ এম ইন্সটিটিউশন, করটিয়া, টাঙ্গাইল।